উত্তরবঙ্গ

গ্রামবাসীদের সাফ কথা মহিষবাথানিতে

জল না দিলে চিঁড়ে ভিজবে না

কল থাকলেও নেই জল। –সংবাদচিত্র

পুরাতন মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ বালিয়া নবাবগঞ্জ থেকেই চোখে পড়ছিল ছবিটা। মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত শুরু হতেই সামনে এল আসল সত্য। রাস্তার ধারে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর রয়েছে পিএইচই'র ট্যাপ কল। তবে ওই ট্যাপ কলটুকুই সার। জল আসে না কোনো ট্যাপেই। মহানন্দা নদীর গা ঘেঁষে সমান্তরালভাবে মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনটোলা, বালুয়াটোলা, রাহুতগাঁ, কদমতলি, বরকোলের মতো গ্রামগুলির সবকটিতেই পানীয় জল সংকটের ছবি একইরকম। বালুয়াটোলায় জটলা করে কথা বলছিলেন ওই গ্রামেরই আলফাউজ হোসেন, কুরবান শেখ, আনসার আলি, জারেফা বিবিরা। তাঁদের কথাতে ধরা পড়ল একরাশ ক্ষোভ। কীভাবে পানীয় জলের জন্য লড়াই চালাতে হচ্ছে, তারই ব্যাখ্যা দিলেন আলফাউজ হোসেন। তিনি বলেন, 'আমার বয়স প্রায় ৬৫ হতে চলল। তবু এখানে জল সংকট মিটল না। জানি না বেঁচে থাকতে গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে কিনা? জারেফা বিবি বললেন, জলের জন্য প্রায় ২ কিমি দূরে যেতে হয়। সেখানে সাব-মার্সিবল পাম্পের জল নিতে হয় আমাদের।' পঞ্চায়েত ভোটের কথা তুলতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বছর ষাটের আনসার আলি। এবার যে প্রার্থী ভোট চাইতে আসুক না কেন, পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে না পারলে, শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। বালুয়াটোলা থেকে খানিক এগোতেই কদমতলি গ্রামের মুখেই দেখা নাস্তারা বিবি, কোহিনুর বিবিদের সঙ্গে। মাথার কলশি ও হাতের বালতিতে জল। তবে কোনো টিউবওয়েল বা ট্যাপ কলের জল নয়, মহানন্দার জল বয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। প্রশ্ন করতেই জানালেন, এই মহানন্দার জলই তাঁদের ভরসা। স্বাস্থ্যের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে নদীর জলেই রান্না ও গেরস্থালির কাজে ব্যবহার করতে হয়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা আখতার হোসেনের অভিযোগ, মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথমে কংগ্রেসের দখলে থাকলেও পরে সদস্যরা দল পরিবর্তন করে তৃণমূলে চলে যান। তাঁদের গাফিলতিতেই পানীয় জলের সংকট রয়ে গেছে।

অভিযোগ থাকলেও সমস্যা সমাধান বাতলাতে পারলেন না কেউই। বরং নদীর জল ও কুয়োর জল ব্যবহার করে নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার গল্প শোনালেন ফরেস্ট কলোনির আজমের আলি। পানীয় জল সমস্যার পাশাপাশি বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিও তোলেন অনেকে। বিশেষত কদমতলি থেকে মহিষবাথানি হয়ে রহমতনগর যাওয়ার রাস্তার হল তথৈবচ। একইরকম বেহাল রাস্তা বরকোল, বলরামপুর, শহরা, সাজোইলের মতো গ্রামগুলিতেও। যদিও এলাকার তৃণমূল নেতা সাইদুর রহমান জানালেন, 'শাসকদলের উন্নয়নের জোয়ার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতেও বইছে। পঞ্চায়েতের প্রায় ৭০ শতাংশ রাস্তা এখন পাকা।' ক্ষমতায় এলে পানীয় জলের সমস্যাও মিটবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। যদিও তাতে এলাকার মানুষ আশ্বস্ত হতে পারছেন না। বলাবাহুল্য, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ইস্যু হতে চলেছে পানীয় জল সংকটই।

বেহাল এই রাস্তা দিয়েই চলাচল করতে হয় মহিষবাথানির বাসিন্দাদের। – সংবাদচিত্র

আইনি লড়াইয়ে গতি হারিয়েছে পুরাতন মালদার ভোট প্রচার

পুরাতন মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে হবে তা নিয়ে রায় দেবে মহামান্য আদালত। সেদিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য। তবে পোড় খাওয়া আইনজীবী বা রাজনীতিবিদরা একরকম ধরেই নিয়েছেন পিছোতে পারে ভোট। আর এমন সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই প্রচারের গতি শ্লথ করতে চলেছে ডান-বাম সব দলগুলি। যে তৎপরতায় দেয়াল লিখন, বৈঠক, র‍্যালির আয়োজন শুরু করেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি, নির্বাচন নিয়ে আইনি জটিলতা ও টানাপোড়েনের জেরে সে সবে এখন রাশ টানতে বাধ্য হচ্ছেন দলীয় নেতারা। নিচুতলার কর্মীদেরও খানিকটা ধীরে চলো নীতি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব। প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জেও খানিকটা হলেও গতি হারাচ্ছে ভোটের প্রচার। বহু জায়গায় দেয়াল লিখনের জন্য চুন কামের কাজ শেষ হলেও প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক আঁকার কাজ আপাতত মুলতুবি রেখেছেন অনেকেই। যেমন যাত্রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতে মোড় গ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী কার্তিক মুর্মু। মনোনয়ন জমা দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভোটের প্রচারে। গ্রামের বিভিন্ন দেয়ালে সেরে ফেলেছিলেন চুনকাম করার কাজও। তবে ভোটের তারিখ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় আপাতত বন্ধ রেখেছেন নাম ও প্রতীক চিহ্ন আঁকার কাজ।

কার্তিকবাবু জানালেন, ভোট নিয়ে কোর্ট কি রায় দেয় সে জন্য অপেক্ষা করছি। এখন দেয়াল লিখন বন্ধ রেখেছি। যদি ভোট এক-দেড় মাস পিছিয়ে যায় তাহলে দেয়াল লিখন পরে করব। একই সুর শোনা গেল পুরাতন মালদার ৩০নং জেলাপরিষদ আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুবোধ চৌধুরির গলায়। ১২ এপ্রিল থেকেই প্রচারে তেমন তৎরপর হতে পারেননি তিনি। প্রচার নিয়ে প্রশ্ন করতে জানালেন, এখন আর প্রচারে বেরোব না। রায় দেখে তবেই প্রচার শুরু করব।

আইনি জটিলতায় ধাক্কা খেয়েছে পুরাতন মালদার বিজেপির ভোট প্রচারও। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য তথা পুরাতন মালদার বিজেপি নেতা গোপাল সাহা জানালেন, কোর্টের রায়ের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। যদি ভোট অনেকটা পিছিয়ে যায়, তবে প্রচারের গতিও এখন কমে যাবে। মালদার কংগ্রেস বিধায়ক অর্জুন হালদার বলেন, আমরা আপাতত ধীরে চলো নীতিতে এগোচ্ছি। ভোট কবে হয় সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেব।

অন্যদিকে, ভোট প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশের জেরে বদলে গেছে প্রশাসনিক ছবিটাও। যে সাজো সাজো রব জেলা জুড়ে দেখা গিয়েছিল তা আপাতত উধাও। টিভির পর্দায় চোখ রেখে হাল হকিকতের আপডেট নিতেই ব্যস্ত পঞ্চায়েত থেকে জেলা প্রশাসনের আধিকারিক প্রত্যেকেই। মনোনয়ন প্রত্যাহার নিয়েও দোলাচলে বিভিন্ন দল ও তার প্রার্থীরা। সব মিলিয়ে ভোটের তাপে ফুটতে থাকা রাজ্যে আপাতত খানিকটা জুড়িয়ে নেওয়ার আবহ।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ভাবার সময় নেই বরুয়ায়

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ শহরের অদূরে একফালি 'অন্ধকার' গ্রাম। দিনের খাবার জোগাড় করতেই রাত নামে রোজ এখানে। টিনের চালার সারি সারি মাটির ঘরবাড়িতে ঘেরা বারোয়ারি উঠোন। এখানেই চলে বেড়াচ্ছে শূকর ছানার সঙ্গে শিশুর দল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ, সেখানে ভেজা কাপড়-জামা মেলছেন পাড়ার মহিলারা। ভাটার চুল্লির কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে একমাত্র উঠোনে। সেখানে দুপুরের খাবার সারছেন সকলে। বাসাবাড়ির মধ্যে তেল, ডালের মুদির দুটো ঘুপচি দোকান। এই হল রায়গঞ্জ বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তাহেরপুর গ্রাম। জনমজুরির সঙ্গে বাস। বাসের সঙ্গে বেশ। বাংলা, হিন্দি আর ভোজপুরি ভাষাভাষী পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের সিংহভাগ প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। জীবিকার তাগিদে ভোর থেকে ভ্যান-রিকশা আর ঠেলা ঠেলেই দফারফা। জীবনে বিনোদনের আলাদা অবসর নেই। প্রথম প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বংশগত পেশাকেই বেছে নিয়েছেন। নাগরিক সভ্যতার আঁচ এখানে যেন থমকে রয়েছে বহুকাল। ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে সরগম যখন সর্বত্র। তখন শতাব্দী প্রাচীন ওই চত্বরের মানুষজন ভোর হলেই স্রেফ টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমে পড়েন। পঞ্চায়েত ভোটের লড়াইয়ে কোনো গুরুত্ব এখানকার মানুষজনকে প্রভাবিক করতে পারে না। নাগরিক পরিসেবা থেকেও পুরোপুরি বঞ্চিত ওঁরা। রাউত, মোহন্ত আর ঘোষ পরিবার মিলে এখানে প্রায় এক হাজার মানুষের বাস। প্রায় চারশো ভোটার তিন পুরুষ ধরে এখানে বসবাস করছেন। তাহেরপুর গ্রামের পরিবারগুলির দুর্বিষহ অবস্থা। তাদের পরিবারের খুদে খুদে ছেলেমেয়েদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে ইটভাটার ধোঁয়ায়। বছর পঞ্চাশের বাবুলাল রাউত বলেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারছি না টাকার অভাবে। রং মিস্ত্রি দিলীপ ঘোষ। তিরিশ বছর বয়সি ওই যুবকের আক্ষেপ, দশ বছর বয়স থেকে এই কাজ করছি। সরকারি লোন পেলে একটা ছোটোখাটো ব্যবসা করতে পারতাম। রায়গঞ্জ ব্লকের বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২৭টি আসন। বর্তমানে তৃণমূলের দখলে রয়েছে ওই পঞ্চায়েত। তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা ১৭ জন, কংগ্রেসের ৮ জন, সিপিএমের ২ জন। পঞ্চায়েতের বিদায়ি প্রধান প্রতিমা বর্মন বলেন, পঞ্চায়েতে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করানো হয়েছে। যেমন গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে সোলার লাইট জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত গ্রাম সংসদের বেহাল রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। ইটভাটার শ্রমিকদের জন্য সরকারি পরিসেবা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম নেত্রী বিনি ঝাড় বলেন, তৃণমূল পরিচালিত এই পঞ্চায়েত কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করেননি। গোয়ালপাড়া থেকে মালঞ্চা পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। তাহেরপুর, রারিয়া, মারিয়া, কানাইপুর, কাচিমোহা সহ একাধিক গ্রামের রাস্তা বেহাল। সজলধারা প্রকল্পের কোনো কাজই হয়নি এখানে। ফলে পানীয় জল, প্রকৃত গরিব মানুষরা সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পঞ্চায়েত ভোটে এটা আমরা মূল ইস্যু করেছি। বিজেপি নেতা টিঙ্কু দাস বলেন, তৃণমূল পরিচালিত বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করেনি। একশো দিনের কাজেও রয়েছে দুর্নীতি। গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস নেতা তুষার রায় বলেন, বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যা উন্নয়ন কংগ্রেসের আমলে হয়েছে। বর্তমানে গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়েই অনুন্নয়নের ছবি। বেহাল রাস্তাঘাট, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল দেওয়ার কথা বলা হলেও আদতে সে কাজ হয়নি।

রায়গঞ্জে রাখাল কালীপুজোয় ভক্তদের ভিড়। –সংবাদচিত্র

কালিয়াগঞ্জে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ দেয়াল লিখন ও বুথভিত্তিক প্রচারে বিরোধীদের তুলনায় কালিয়াগঞ্জে অনেক এগিয়ে শাসকদল। মনোনয়ন দাখিলপর্ব নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জোড়া মামলার মাঝেও প্রচারে খামতি নেই শাসকদলের। এই প্রচার কর্মসূচিকে দিশা দিতে বুধবার কালিয়াগঞ্জে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কালিয়াগঞ্জ শহর লাগোয়া তরঙ্গপুর নন্দকুমার উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে একটি প্রার্থী পরিচিত সভা করবেন তৃণমূলের অন্যতম নেতা এবং উত্তর দিনাজপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারী। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে থাকবেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অমল আচার্য, প্রদেশ তৃণমূল সম্পাদক অসীম ঘোষ, ব্লক তৃণমূল সভাপতি দধিমোহন দেবশর্মা প্রমুখ। কালিয়াগঞ্জে ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৮ আসনের দলীয় প্রার্থী, পঞ্চায়েত সমিতির ২৪ আসনের প্রার্থী ও জেলাপরিষদের তিন আসনের প্রার্থীদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর এই সভায় মূলত পঞ্চায়েতের সবচাইতে বড়োমাপের প্রচার সভা হতে চলেছে কালিয়াগঞ্জে। অন্তত ২৫ হাজার দলীয় কর্মীদের নিয়ে এই প্রার্থী পরিচিত সভার মধ্যে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ভোট প্রচারের দিশা দেবেন। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে কালিয়াগঞ্জের একটি জেলাপরিষদ আসনে প্রার্থী হয়েছেন অসীম ঘোষ। অন্যদিকে, অপর এক জেলাপরিষদ আসনে প্রার্থী হয়েছে ব্লক তৃণমূল সভাপতি দধিমোহন দেবশর্মা।

এই অবস্থায় কালিয়াগঞ্জে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে অন্তত ৯০ শতাংশ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপিয়েছে শাসক শিবির। শুভেন্দু অধিকারী ও অমল আচার্যের নেতৃত্বে এবারে ভোটের মাধ্যমে জনতার রায় নিয়ে উত্তর দিনাজপুরের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় আসার পরিকল্পনা নিয়েছে শাসকদল। সেই মতো এবারে প্রচারে শুরু থেকেই জোর দিয়েছে তৃণমূল। কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল নেতা কার্তিক পাল জানান, আগামী বুধবার শুভেন্দু অধিকারী আসছেন প্রার্থী পরিচিতি সভা করতে। তরঙ্গপুর স্কুল ময়দানে দুপুর ২টায় হবে এই প্রকাশ্য সভা। এরপর অঞ্চলভিত্তিক ছোটো ছোটো প্রচার সভা হতে থাকবে। এবছরে কালিয়াগঞ্জে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে দলীয় প্রার্থীরা নিজ এলাকায় জনপ্রিয় মুখ। ফলে দলীয় প্রার্থীদের নতুন করে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না।

কালিয়াগঞ্জে ভোটের প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী। –সংবাদচিত্র

মৃতদেহ উদ্ধার বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার দুপুরে একটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কুতুবপুর গ্রামে। ওই গ্রামের চাষের জমির পাশে ওই মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম নগেন হাঁসদা, বাড়ি ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান স্থানীয়দের।

শহরে বসল ত্রিফলা বাতি

বালুরঘাট, ১৬ এপ্রিল ঃ বালুরঘাট শহরের উত্তরদিকে চালু হল ত্রিফলা বাতি। দীপালিনগর থেকে লোকনাথ মন্দির ও দীপালিনগর থেকে সাহেবকাছারি এলাকায় বসানো হল ত্রিফলা বাতি। রবিবার রাতে ওই উদ্‌বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান রাজেন শীল। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

ব্যবসায়ীদের দোকান দিল পুরসভা

বুনিয়াদপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রতিশ্রুতি মতো ৩০ জন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের দোকানঘর প্রদান করল বুনিয়াদপুর পুরসভা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দোকানঘর পেয়ে ব্যবসায়ীরা স্বভাবতই খুশি। ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুরপ্রধানকে। সোমবার বিকালে বুনিয়াদপুর পুরসভার সভাকক্ষে ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে দোকানঘরগুলি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান অখিলচন্দ্র বর্মন, উপপুরপ্রধান জয়ন্ত কুণ্ডু, পুর আধিকারিক জয়ন্ত ঝা সহ অন্যান্যরা।

জানা গেছে, প্রায় এক বছর পূর্বে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের নিকটবর্তী স্থানে কৃষিভবন, আদালত ভবন এবং কর্মতীর্থ ভবন নির্মাণের কারণে ৩০ জন ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হয়। সেই সময় পুরসভা থেকে তাঁদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এদিন পুরসভার পক্ষ থেকে বুনিয়াদপুর পুর বাসস্ট্যান্ডে নবনির্মিত ৩০টি ঘর ৩০ জন উচ্ছেদ হওয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঘর প্রতি ১০ হাজার টাকা এবং সিকিউরিটি বাবদ ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে বণ্টন করা হয়। পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বুনিয়াদপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ মণ্ডল। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

বুনিয়াদপুর পুরসভায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে চলছে বৈঠক। ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।

কাবাডিতে জয়ী দোহিল হাইস্কুল

মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ জেলা মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সোমবার। মালদা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় ও মালদা স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এদিন অনীক সংঘের মাঠে এই প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার সুমালা আগরওয়ালা, শিপ্রা রায়, অঞ্জু তিওয়ারি, নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি প্রমুখ। এদিন কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় দোহিল হাইস্কুল এবং রানার্স হয় গাজোল ব্লক ক্রীড়া সংস্থা। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি ও নগদ অর্থ পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

রায়গঞ্জে শুরু ঐতিহ্যবাহী রাখালকালী মেলা

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ মহাধুমধামের সঙ্গে শুরু হল রাখালকালী মেলা। রায়গঞ্জ শহরের কাছে ছত্রপুর এলাকায় বসেছে এই মেলা। চারিদিকে ধান, গম আর ভুট্টার খেত। মাঝখানে গ্রামীণ রাস্তার পাশে একটি বটগাছ। তারই নীচে একটি কালী মন্দির। প্রকৃতির কোলে রাখালকালীকে পুজো দেন রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুরের অগণিত কালীভক্ত। পয়লা বৈশাখের রাতেই রাখালকালীর পুজো হয়। পরেরদিন খুব সকাল থেকে কালীভক্তরা সমাগম শুরু হয়। কাতারে কাতারে লোকজন আসতে থাকে এই রাখালকালীকে পুজো দিতে। ৩-৪ কিলোমিটার হাঁটা পথে মহিলা-পুরুষ আসে এখানে। তবে বেশি আসেন মহিলারা। বিরাট লম্বা লাইন পড়ে সকাল থেকেই। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁরা মাকে তাঁদের নৈবেদ্য দেন। মেলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া কমিটি এখানকার সমস্ত ব্যাপার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাতে পুজো হওয়ার পর সকালে জনগণের পুজো নেয় রাখালকালী। এই পুজোতে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। অনেকের মানত থাকে তাই তা পূরণ করতে এই বলি দেওয়া।

মেলায় আসা অনেকেই বললেন সব ঠিক আছে তবে এই জীব বলি দেওয়াটা ঠিক নয়। মা কখনই এটা চায় না। এই পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দির প্রাঙ্গণে বসেছে মেলা। মেলা মানে মেলবন্ধন। বাস্তবিক অর্থেই মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই রাখালকালী মেলা প্রাঙ্গণ। মূলত কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষেরাই আসেন এই মেলায়। তাঁরা এই মিলন ক্ষেত্রে এসে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করে। নানারকমের খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। এখানেও দেশি-বিদেশি খাবারের যেন মেলবন্ধন ঘটেছে। এছাড়া অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান বসেছে এখানে। মেলা দেখতে এসেছেন বছর ছিয়াত্তরের দুস্মু বর্মন। তিনি বলেন, এই কালী ভীষণ জাগ্রত।

মেলা দেখতে এসেছেন জ্যোতিষ ঘোষ। ছত্রপুর এলাকায় তাঁর বাড়ি। ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছেন এই মেলা। তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল, এই কালী প্রতিষ্ঠা ও মেলা তৈরি হওয়ার কাহিনি। মেলা কমিটির মলয় বর্মনও সহযোগিতা করে এ বিষয়ে। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগের কথা। এই এলাকা ছিল ধু ধু করা কৃষি জমির মাঠ। তখন জনসংখ্যার চাপ এতটা ছিল না। তাই জমি বেশির ভাগ থাকত পতিত। এই অনাবাদী জমিতে চাষ না হওয়ায় প্রচুর ঘাস হত। আশেপাশের রাখাল ছেলেরা গোরু চরাতে আসত এখানে। রাখাল বালকেরা গোরু চরাতে চরাতে খেলত। মন্দির চত্বরে তারা বিশ্রাম নিত। একদিন একটি ছেলে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আর একটি ছেলে একটি কুশ দণ্ড নিয়ে বলি দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে জয় রাখালকালী বলে শুয়ে থাকা ছেলেটির গলায় দণ্ডটি নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি দু'টুকরো হয়ে যায়। বাকি ছেলেরা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে সব ঘটনা বলে। স্থানীয় লোকেরা সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল এবং প্রতিষ্ঠা করল রাখালকালীর মন্দির। রাখালকে কেন্দ্র করে এই কালীর ভাবনা। তাই এর নাম রাখালকালী। আরেকজন দর্শক শিবু পাল। তিনি বলেন, 'এই মাঠে গোরু চরানো হয় বলে এই মাঠের নাম রাখাল মাঠ ছিল। একদিন এখানে এক ব্যক্তি এসে নাকি মিলিয়ে যান। গ্রামবাসী এই দেখে এখানে কালী মন্দির গড়ে নাম দেয় রাখালকালী মন্দির। প্রতিষ্ঠাতারা সিদ্ধান্ত নেয় পয়লা বৈশাখে মায়ের পূজা দিতে হবে। তারপর নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় পয়লা বৈশাখে পূজা, পরের দিন জনগণের পূজা, বলি ও মেলা হবে।